দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 JUN 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি প্রায় ১২ কোটি টাকা

রেজানুর রহমান।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য ৫৩ কোটি ৮ লক্ষ ৬ হাজার ১৭৫ টাকার বাজেট প্রণয়ন করা হইয়াছে। ঘাটতির পরিমাণ ধরা

(১০ম পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট

(১ম পৃঃ পর)

হইয়াছে প্রায় ১২ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে শতকরা ৯২ দশমিক ২১ ভাগ অর্থাৎ ৩৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে সরকার হইতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় হইতে পাওয়া যাইবে মাত্র ৩ কোটি ৩১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা-যাহা বাজেটের শতকরা ৭ দশমিক ৭৯ ভাগ মাত্র।

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষকদের বেতন বাবদ সব চাইতে বেশী টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন বাবদ ১৩ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৪৯ টাকা খরচ হইবে। ইহা মূল বরাদ্দের ২৬ দশমিক ৩২ ভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় ধরা হইয়াছে ১০ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৭৭ টাকা। মূল বরাদ্দের ১৯ দশমিক ৬৫ ভাগ। ইহাছাড়া অফিসারদের বেতন বাবদ ২ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯ শত টাকা (৫·৬২%), পেনশন বাবদ ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা (৩·০১%), ছাত্র বৃত্তিবাবদ ২১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮ শত টাকা (০·৪০%), গবেষণাবাবদ ১ কোটি ২১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬ শত টাকা (২·২৮%) শিক্ষার মান উন্নয়ন বাবদ ৭০ লক্ষ টাকা (১·৩২%) গ্রন্থাগারে বইপত্র ও মাসিক সাময়িকী ক্রয় বাবদ ৮৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা (১·৬৭%), পরীক্ষার ব্যয় বাবদ ২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা (৪·৬৭%), প্রাকটিক্যাল টিচিং বাবদ ৭৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭৬০ টাকা (১,৪৩%) প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং (ফিল্ড ওয়ার্ক, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ভ্রমণ, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি, বাবদ ১৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা (০,২৫%) খেলাধুলা বাবদ ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা (০,১৫%), চিকিৎসা বাবদ ২৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা (০,৫৬%) ভবন, রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ১ কোটি ৯০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা (৩,৬০%), আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৩ কোটি ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা (৭'২১%); ষ্টেশনারী দ্রব্য বাদ ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা (০'৩৩%) এবং অন্যান্য খাতে ১১ কোটি ৪৩ লক্ষ ১২ হাজার ৬৮৯ টাকা (২১'৫৪%) ব্যয় হইবে।

একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ১৯৯২-৯৩ সনের সংশোধিত বাজেটে ৩৮ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা এবং ১৯৯৩-৯৪ সনের মূল বরাদ্দ বাজেটে ৩৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুদান বরাদ্দ করিয়াছে। ফলে আগামী অর্থ বছরে মূল বরাদ্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে ৭৫ লক্ষ টাকা। এইবার গ্যাস, বিদ্যুৎ, ওয়াসা, পৌরকর, টেলিফোন, বাসের জালানি ইত্যাদির হার বৃদ্ধির ফলেও চাহিদা অনুযায়ী মঞ্জুরি কমিশন হইতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়া যায় নাই। উল্লেখ্য, ২৩শে জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক সাধারণ সভায় এই বাজেট উপস্থাপন করা হইবে। বাজেটে ঘাটতির টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ মঞ্জুরির জন্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে অনুরোধ করা হইবে।